রাহুল গান্ধী নীতিগত সঠিক, তথ্যগত ভুল

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

রাহুল গান্ধীর উপলব্ধি সঠিক। রাজনৈতিক দলগুলো কখনই ব্যক্তি কেন্দ্রিক হতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলোর গঠন, আদর্শ ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র থাকা উচিত। তারা কখনই একজনের মর্জিমাফিক চলতে পারে না। আমরা এখন বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব, দেশের বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের কোথায় ভ্রান্তি ঘটেছে যার ফলে তারা অসংগঠিত ও ব্যক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে।

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ক্যারিশমাটিক ছিলেন। ১৯৫০-এর দশকে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস সাদৃশ্য করতে শুরু করে। এধরনের আচরণে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা তাঁদের গুরুত্ব হারান এবং নেহরুর সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। তিনি যখন ১৯৫০-এর দশকে ইন্দিরা গান্ধীকে এআইসিসি-র সভানেত্রী করে দল থেকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করেন তখনই কংগ্রেস দলে পরিবারতন্ত্র কায়েম হয়। প্রধানমন্ত্রীর মেয়েকে দলের সভাপতি করার জন্য বহু প্রবীণ নেতাকে পাশ কাটানো হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব তাঁর রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ১৯৬৯-এ কংগ্রেসে বিভাজন হয়। ১৯৭৩-এ বিচার ব্যবস্থাকে তাঁর খাটো করার প্রয়াস কংগ্রেস আদর্শের অংশ হয়ে ওঠে। প্রাতিষ্ঠানিক ধ্বংসের পথ ধরে বিরোধীপক্ষ, সংসদ, সংবাদমাধ্যম ও বিচার ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করা হয়। এআইসিসির সভাপতি দলের স্লোগান ঘোষণা করে বলেন "ভারতই ইন্দিরা, ইন্দিরাই ভারত" । জরুরি অবস্থায় আর্থিক কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির জন্য তাঁর সংকল্প কংগ্রেস দলের তত্ত্ব হয়ে ওঠে।

১৯৮৪-তে অপারেশন ব্লু-স্টারের মধ্য দিয়ে শিখ-বিরোধী ভাবাবেগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কোনও সম্প্রদায়ের মানুষদের হত্যা করার ওজর দলীয় কর্মসূচির অংশ হয়ে দাঁড়ায়। গোড়ার দিকে রাজীব গান্ধী অতীত থেকে সরে আসার একটা ধারণা দিয়েছিলেন। যদিও ১৯৮৭-র মধ্যে বিভিন্ন দুর্নীতিকে সমর্থন ও তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা একসময় দলের সংকল্প হয়ে ওঠে।

ভুয়ো সেন্ট কিটস মামলায় ভিপি সিং-এর পুত্রকে জড়ানোর জন্য প্রবীণ নেতৃত্ব যখন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তখন দল মিথ্যার জাল ছড়ায়। দলের ব্যক্তি-নির্ভর রাজনীতির এর থেকে ভাল নজির আর কি কারওর দরকার?

নিজের অধিকার বলে সোনিয়া গান্ধী যখন রাজনীতিতে এলেন, তখন দল নীতিগত ভাবে মেনে নেয় যে বিদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিও প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই পদে বসতে রাজি হননি। এখন দল তাঁর আত্মত্যাগের গুণাবলি গাইছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে "ফালতু" বলে শ্রী রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দলের থেকেও ব্যক্তি বড়। বিজেপি অথবা বাম দলের মতো সাংগঠনিক কাঠামো হলে রাহুল গান্ধীকে এখনও দলীয় কার্যালয়ে কিংবা বিধানসভায় পদ পাওয়ার জন্য লড়াই করতে হত। ব্যক্তিত্ব ও পরিবার প্রভাবিত কংগ্রেসের মতো দলেই প্রশ্নাতীত সুপ্রিমো হিসেবে তিনি মনোনীত হতে পারেন।

ব্যক্তিপূজার বাইরে কংগ্রেসের দু জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী খুব স্বল্প সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর সরলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সদগুণ কংগ্রেসের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয়। কিছুটা পদস্খলন সত্ত্বেও পিভি নরসিংহ রাও ভারতের অর্থনীতি ও বিদেশ নীতি আমূল বদল করে নেতা হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। এই দুই নেতা দলের সংগঠনে চিরদিন প্রাধান্য পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন। ব্যক্তি কেন্দ্রিক দলের বিরোধিতার ক্ষেত্রে শ্রী রাহুল গান্ধীর নীতি সঠিক হলেও এবিষয়ে তাঁর সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য ভুল।